**জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহ এবং**

**বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীতকরণ**

**উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান**

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

**শেখ হাসিনা**

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ২৮ কার্তিক ১৪২০, ১২ নভেম্বর ২০১৩

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সম্মানিত সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

আজ আমাদের জন্য একটি আনন্দের দিন। সরকার হিসেবে আমাদের অনন্য সাফল্যের দিন। ঐতিহাসিক অর্জনের দিন। বিদ্যুৎ খাতে জনগণের নিকট দেয়া আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণের দিন। আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১০,০০০ মেগাওয়াট অতিক্রম করেছি। এটি একটি মাইলফলক।

আমরা ২০০৮ এর নির্বাচনী ইশতেহারে ২০১৩ সালের মধ্যে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ৭ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করি। দেশে ব্যাপক বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানো এবং উন্নয়ন চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে আমরা সেই লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও অনেক বেশী বিদ্যুৎ উৎপাদন করেছি। দেশ আজ প্রায় লোডশেডিং-মুক্ত।

আমাদের সরকারের আগামী ২৪ জানুয়ারির মেয়াদ পর্যন্ত আরও আটটি নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র উৎপাদনে আসবে। এগুলো থেকে আরও ৭৬৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং সাধারণ গ্রাহক পর্যায়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ আরও বাড়বে। নতুন নতুন শিল্প ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে। দেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি দ্রুততর হবে।

সুধিমন্ডলী,

আমরা যখন সরকারে আসি তখন দেশে বিদ্যুতের জন্য হাহাকার ছিল। বিএনপি-জামাত জোট এবং সেনা-সমর্থিত সরকারের সাত বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়েনি। বরং আমাদের রেখে যাওয়া ৪ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াটে নেমে আসে।

আমরা ২০০৯ এ সরকারে এসেই বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক, স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করি। পুরোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো তাৎক্ষণিকভাবে সংস্কারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়াই। নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের উদ্যোগ নেই।

ইতোমধ্যেই সরকারী ও বেসরকারী খাতে ৫৭টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করেছি। আরও ৩৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণাধীন আছে। আরও ২০টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ২২০ কিলোওয়াট আওয়ার থেকে ৩২১ কিলোওয়াট আওয়ারে উন্নীত হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিতরণে সিস্টেম লস ১৫ দশমিক ৬৭ শতাংশ থেকে বর্তমানে ১২ দশমিক শূন্য তিন শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে। বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বাল্ব ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হওয়ার জন্য ছোট-বড় প্রত্যেক গ্রাহককে আহ্বান জানাই।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে সবার জন্য সুলভমূল্যে নির্ভরযোগ্য বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করবো। এই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার আওতায় ২০২১ সালের মধ্যে ২৪ হাজার মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ৪০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি।

সুধিবৃন্দ,

বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার সঞ্চালন লাইন এবং ৪০ হাজার কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যেক উপজেলায় গড়ে ৭৪ কিলোমিটার নতুন বিতরণ লাইন নির্মাণ করা হয়েছে। ৩৪ লক্ষ নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দেয়া হয়েছে। ২ কোটি ৪০ লক্ষ মানুষ নতুন বিদ্যুৎ পেয়েছে। দেশের ৬২ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

আমরা নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দিয়েছি। টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ন করেছি। ইতোমধ্যে ১১২ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রায় ২২ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম, ৩০ হাজার রুফ-টপ সোলার সিস্টেমসহ ৯১টি সৌর সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক কোটিরও বেশি মানুষকে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ধাপে ধাপে সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গ্রাম-পর্যায়ে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। এখান থেকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও জৈব সার পাওয়া যাচ্ছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বিতরণ বৃদ্ধির ফলে নতুন নতুন শিল্প স্থাপিত হয়েছে। কর্মসংস্থান হয়েছে। বেকারত্ব কমেছে। শিক্ষার হার বেড়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা সুদৃঢ় হয়েছে। দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারী উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে।

গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বৃদ্ধি পাওয়ায় ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন, কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো থেকে বিশেষজ্ঞ স্বাস্থ্যসেবা প্রদান, প্রত্যন্ত অঞ্চলসহ সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার শিক্ষা চালু, মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম প্রতিষ্ঠা, কম্পিউটার ল্যাবসহ আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে পাঠদানকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করা হয়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে উঠেছে।

বিগত ৫ বছরে ৭৩ হাজার ৭৩৪টি নতুন সেচ সংযোগ দেয়া হয়েছে। এর ফলে কৃষি উৎপাদন বেড়েছে। দেশের খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ সম্ভব হয়েছে।

সুধিমন্ডলী,

গ্রাহক সেবা নিশ্চিতে বিদ্যুৎ খাতে বিভিন্ন আইটি ও ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। অন-লাইনে নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণ, মোবাইলে বিদ্যুৎ বিল প্রদান, প্রি-প্রেইড মিটার স্থাপন, মোবাইল ফোনে অভিযোগ গ্রহণ ও কেপিআই সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমরা গ্যাস উৎপাদন ৬০০ মিলিয়ন ঘনফুট বৃদ্ধি করেছি। নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। নতুন প্রায় ৭০০ কিলোমিটার পাইপ লাইন ও বিতরণ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। বাসাবাড়ি ছাড়াও শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে নতুন গ্যাস সংযোগ দেয়া শুরু হয়েছে।

বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও আমরা অর্থনীতিতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছি। বিশ্বব্যাপী আমাদের এ সাফল্য প্রশংসিত হয়েছে। কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, সামাজিক নিরাপত্তা, নারী উন্নয়নসহ প্রতিটি খাতে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছি। এ অর্জনের ধারাবাহিকতা রক্ষার মধ্য দিয়ে আমরা জাতির পিতার স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। বাংলাদেশকে একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সমৃদ্ধ সোনার বাংলায় পরিণত করতে চাই।

সুধিবৃন্দ,

আসুন, সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটা সুন্দর বাংলাদেশ গড়ে তুলি। এ প্রত্যাশা রেখে আমি জাতীয় বিদ্যুৎ সপ্তাহের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।